50

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বর্তমান প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হইতেছে, পরীক্ষা লওয়া হয় কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য, মেধা যাচাইয়ের জন্য নহে। বাজারে বইয়ের দোকানগুলিতে পাওয়া যাইতেছে সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকাসম্বলিত ছোট বড় পুস্তক। এবং ঐ সকল পুস্তকের প্রকাশকেরা পরীক্ষার শতকরা একশ' ভাগ প্রশ্নই ঐ তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকেন। এমনকি যেসকল শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান তাহারাও পরীক্ষার্থীদের জন্য 'সাজেশন' প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, কয়েক বৎসরের প্রশ্নপত্র নিয়া বসিলে খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যাইবে যে, নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রশ্নই কোন কোন ক্ষেত্রে এক বৎসর পরপরও দেওয়া হইতেছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি অধ্যায় অধ্যয়ন করিলেই পরীক্ষায় একশত নম্বরেরই উত্তর করা যায়। অনেক গণিত শিক্ষক গণিত পরীক্ষার জন্যও সাজেশন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এবং দেখা যায়, ঐ সাজেশন হইতেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, এ অবস্থা দেখিয়া মনে সন্দেহ জাগে, হয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাজেশনসমূহ হইতে বাছিয়া প্রশ্নপত্র তৈয়ার করেন, নতুবা শিক্ষক এবং উল্লেখিত প্রকাশকেরা কোন উপায়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করিয়া সাজেশন প্রস্তুত করেন। তাহা না হইলে পৃথিবী জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ অংক থাকিতে কেমন করিয়া মাত্র কয়েকখানা গণিত বই হইতে পরীক্ষার সকল অংক কমন পড়িতেছে? প্রশ্নপত্র প্রণয়নের এই পদ্ধতির ফলে মেধার বিচার তো হইতেছেই না বরং মেধার অপচয় হইতেছে। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য আসলে কোনটি—কম জানিলেও চলিবে কিন্তু পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, নাকি যাহারা ভাল জানিবে তাহারা উত্তীর্ণ হইবে।

আমি মনে করি দেশে যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে উহার একটি কারণ প্রচলিত প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বাতিল করা আবশ্যক। তদস্থলে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের এমন পদ্ধতি চালু করা হউক যাহাতে সত্যিকার যোগ্য ও মেধাবী পরীক্ষার্থীরা যথার্থভাবে তাহাদের প্রতিভার পরিচয় দান করিতে পারে। নতুবা দেশে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি রোধ করা যাইবে না।

—মোহাম্মদ মুরছালিন আকন, ৩৮/৮-বি, ঝিকাতলা, ঢাকা-১২০৯।